কোয়ার্ক এক্সপ্রেস বনাম ইনডিজাইন

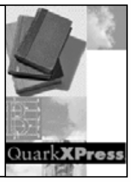

ডিটিপি বা ডেস্কটপ পাবলিশিং-এর সূচনা থেকেই যে সফটওয়্যারটি দাপটের সাথে এক নম্বর স্থান দখল করে আছে তা হলো— কোয়ার্ক এক্সপ্রেস। মাঝে এ্যালডাস করপোরেশনের পেজমেকার কিছুদিন টিকে থাকলেও এখন আর প্রায় কেউই পেজমেকার ব্যবহার করছে না। এডোবি করপোরেশন পেজমেকারকে কিনে নিয়েছিল কিন্তু তারাও সেটিকে আর আপডেট করবে না বলে জানিয়েছে। আর জেনে অবাক হবেন সফটওয়্যার জায়েন্ট মাইক্রোসফট কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন কোনো সাফল্য লাভে সমর্থ হয় নি। যদিও তারা মাইক্রোসফট পাবলিশার এক্সপি ভার্সনও ছেড়েছে কিন্তু এর ব্যবহারকারী খুবই কম।

কোয়ার্ক এক্সপ্রেস তাহলে কেন এক নম্বরে? কী এর শক্তি? প্রকৃতপক্ষে কোয়ার্ক এক্সপ্রেস দেখতে কিন্তু মোটেই আকর্ষণীয় নয় অন্তত এর বহুল ব্যবহৃত ভার্সন ৩.৩২ এবং ৪.২ তো নয়ই। এতে অনেক ফিচার অনুপস্থিত যা কিনা পেজমেকার ও পাবলিশার-এ আছে। যেমন ধরা যাক পেজমেকারে কোনো ম্যাটারকে অন্যপেজে নিতে হলে একে টেনে বাইরে হোয়াইটবোর্ডে রেখে দেয়া যেত কিন্তু কোয়ার্কে কষ্ট করে কাট পেস্ট করে নিয়ে যেতে হয়। এতসব সত্ত্বেও এর সফটওয়্যারের ছোট আকার, কম মেমরি রিকোয়ারমেন্ট এবং সবশেষে পোস্টস্ক্রিপ্ট প্রিন্টিংয়ে এর অনবদ্য অপ্রতিদ্বন্দ্বিতাই একে দিয়েছে সেরার অবস্থান।

পেজমেকার ডেভেলপমেন্টের এক পর্যায়ে এডোবি বুঝতে পারে একে নিয়ে বেশি দূর যাওয়া যাবে না।

মৌলিকভাবে শুরু করতে তাই তারা এডোবি ইন ডিজাইনের জন্ম দেয়, কিন্তু এর পূর্ববর্তী ভার্সনগুলোতে অনেক ফিচার ও কারিশমা থাকা সত্ত্বেও বেশিরভাগ ডিজাইনারদের মন পায় নি। কিন্তু এবারে তারা উঠেপড়ে লেগেছে, যেন 'এক নম্বর শুধু আমাদেরই হবে' এটি তাদের জপতপ। এখন আপনাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে কোয়ার্ক কি তাহলে নিজের অবস্থানে আগের মতোই টিকে থাকবে? নাকি ইনডিজাইনের স্রোতে ভেসে যাবে?

বিশ্বসেরা পাবলিশিং সফটওয়্যারগুলোর সমালোচক ও বিশেষজ্ঞগণ এডোবি ইনডিজাইনকেই বলেছেন সেরা। তার পেছনে যুক্তি হলো— এতে উন্নত প্রযুক্তি ও কলাকৌশল ব্যবহার করা হয়েছে, উন্নত ও আধুনিকতম প্রোগ্রামিং মেথড ব্যবহার করা হয়েছে, কোয়ার্ক এক্সপ্রেসে আছে বা ছিল এমন সব ফিচারও এতে অনেক উন্নত ও দর্শনীয় আর ইনডিজাইনে নেই এমন গুরুত্বপূর্ণ ফিচারের সংখ্যা এক্সপ্রেসে একেবারেই নগণ্য।

এর মানে এই নয় যে, আপনি লাফ দিয়ে এখনি ইনডিজাইন ২ ব্যবহার করা শুরু করবেন।

এক্সপ্রেস যা হারাল

আপনারা যারা এখনো XPress 3.X বা XPress 4.X ব্যবহার করছেন, তারা অবশ্যই স্বীকার করবেন এরকম মেমোরি ও প্রসেসিং পাওয়ার চাহিদাই এটির মূল আকর্ষণ। Quark XPress 6.0 Mac OS X অথবা Windows 2000 বা XP ভালো চলতে পারে এমন সিস্টেম ছাড়া চলবে না।

তবে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী পিসিতেও এক্সপ্রেস ইনডিজাইনের চেয়ে অনেকক্ষেত্রে দ্রুত কাজ করবে।

যেমন ধরুন এক পেজ থেকে অন্যপেজে যেতে বা ওয়ার্ডের কোনো ডকুমেন্টকে ইমপোর্ট করতে। আবার অনেক কোয়ার্ক এক্সপ্রেসের ফিচারও স্পষ্টতই ইনডিজাইনের একই জাতীয় ফিচারের তুলনায়

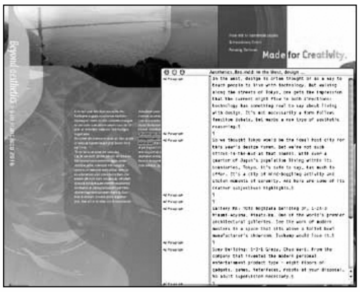

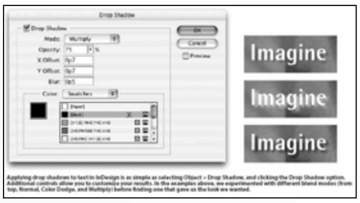

মন্থরতর। উদাহরণ PDF ফাইল এবং টেবিল ফরম্যাটিং। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো— ইনডিজাইনে ড্রপ শ্যাডো দেয়া যায় যত্রতত্র আর ফটোশপ ফাইলের ট্রান্সপারেন্সিও এটি সমর্থন করে (জাত ভাই বলে কথা), এমনকি এসব ফাইলে ক্লিপিং পাথ, যা ট্রান্সপারেন্সি ডিফাইন করতে ব্যবহার হয়; তা থাকুক বা না থাকুক। এর মানে হচ্ছে এই যে, ফটোশপে ইনডিজাইন ব্যবহারকারীদের খুব কম সময় কাজ করতে হবে, এতে সময়ের কিন্তু ভালো সাশ্রয় হবে।

দক্ষ ব্যবহারকারীর মতামত হচ্ছে এই যে, ইনডিজাইনে আপনি অপেক্ষাকৃত দ্রুত কাজ করতে পারবেন যদি ডিজাইন ও স্টাইলিং টাইপোগ্রাফি থাকে। তবে কোয়ার্ক এক্সপ্রেসই রেসে জয়ী হবে যদি কেবল প্লেইন টেক্সটের বড় ডকুমেন্ট হয়।

ডিজাইনারদের মতে এডোবি'র অন্য প্রোডাক্টগুলোর সমন্বয় সাধনই ইনডিজাইনের অন্তর্নিহিত মূল শক্তি। কেননা ইনডিজাইন আপনাকে এমন সব ফিচার দিচ্ছে যা আগে কেবল ফটোশপ অথবা ইলাস্ট্রেটরে পাওয়া যেত। যেমন এর ড্রপ শ্যাডো ফিচারটির আগে টিন্ট-এর মান কমিয়ে ড্রপ শ্যাডোর এফেক্ট তৈরি করতেন পেজ ডিজাইনারগণ। কিন্তু এখন সত্যিকারের ট্রান্সপারেন্সি লুক দিচ্ছে ইনডিজাইনের ভেতরেই। বিভিন্ন ফিল্টার মোড যেমন মাল্টিপ্লাই স্ক্রিন ইত্যাদির জন্য আর ফটোশপ ওপেন করে অযথা ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে না (কম শক্তিশালী মেশিনে এসব প্রোগ্রাম লোড হতে সময় লাগে, তাছাড়া মেমোরিও লাগে প্রচুর)।

ইনডিজাইনের আরেকটি ফিচার হচ্ছে এর লেয়ারের বিষয়টি। ডিজাইনাররা স্বীকার করছেন যে, লেয়ারের ট্রান্সপারেন্সি ফিচারটি ইনডিজাইনকে করেছে অনন্য। ফটোশপ ও ইলাস্ট্রেটরের মতোই এর রয়েছে মাল্টিপল আনডু ফিচার। এর প্রোডাক্টিভিটি টুল-এর অন্যতম হচ্ছে মাস্টারপেজ তৈরির সুবিধা। কোয়ার্ক এক্সপ্রেসে অনেকক্ষেত্রেই মাস্টার পেজে পরিবর্তন করলে তা অন্যান্য পেজে আপডেট হতো না কিন্তু ইনডিজাইনে সে সমস্যা নেই।

আরেকটি নতুন ফিচার হলো— পিসি ক্র্যাশ করলেও এর ফাইল নষ্ট হবার সম্ভাবনা কম। কোয়ার্কের অনেক ব্যবহারকারীই বিব্রত অবস্থায় পড়েন কাজ করতে করতে প্রোগ্রাম ক্র্যাশ করায় কোয়ার্কের ডকুমেন্টটি নষ্ট হয়েছে যাওয়া নিয়ে। নতুন করে কাজ শুরু করা যে কী ঝক্কি তা ভুক্তভোগীমাত্রই জানেন।

ইনডিজাইন ১.X অপরিপূর্ণ ছিল সে তুলনায় ২.০.১ ভার্সনটি Quark Xpress-এর 5 ও 6 ভার্সনের বেশিরভাগ ফিচার তো রয়েছেই আরো রয়েছে ফটোশপ ও ইলাস্ট্রেটরের সমন্বয়।

তবে কোয়ার্কেও এমন কিছু Xtension রয়েছে যা ইনডিজাইনের ধরাছোঁয়ারও বাইরে। আবার ইনডিজাইনেরও অনেক প্লাগইনে এমন ট্রিকস রয়েছে যা কোয়ার্কের ব্যবহারকারীরা এখনো শোনেই নি।

এখন আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইনডিজাইন ও কোয়ার্ক এক্সপ্রেস এর দুর্বলতা ও কারিশমার ব্যাপারে জানব।

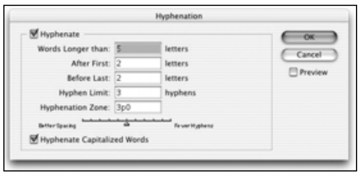

সাধারণ ইন্টারফেস

এক্সপ্রেস এর একটি শক্তি এবং একইসাথে এর দুর্বলতা হলো— এর ইন্টারফেস প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় হলো কোনো পরিবর্তন হয় নি। কেননা আপনি যেমন এর নতুন ভার্সনে অত্যন্ত দ্রুত অভ্যস্ত হতে পারবেন তেমনি আপনাকে আগের মতোই অনেক সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিতে হবে।

এদিক থেকে ইনডিজাইন বেশ এগিয়ে। ইনডিজাইনে আপনি অনেকবার আনডু করতে পারেন। পেজে আপনার করা পরিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে

স্টাইলশিটগুলো রিডিফাইল করতে পারেন। কোনো গাইড মার্কারকে সিলেক্ট করে কী-বোর্ডের সাহায্যেই একে সরাতে পারেন, আবার দুটি আলাদা স্টোরি মার্জ করতে পারেন এদের টেক্সটবক্সদ্বয়কে লিঙ্ক করেই।

ইনডিজাইনে প্যালেটের আধিক্য আপনাকে হাবুডুবু খাওয়াতে পারে। বিশেষ করে রড মনিটর না হলে এবং হাই রেজ্যুলেশন ব্যবহার না করলে কোন প্যালেট কোথায় রাখবেন সেটাই হয়তো মাথাব্যথায় পরিণত হবে। হ্যান্ড গ্র্যাবার টুলটির কী-বোর্ড শর্টকাট ঝক্কিপূর্ণ ম্যাক ওস এ ⌘ + Spacebar আর উইন্ডোজে Ctrl + Spacebar। কিন্তু OS X এ অনেক সময় এটি কাজ করে না।

টাইপোগ্রাফি

সেই ১৯৯০ থেকে অর্থাৎ যখন XPress 3.0 বের হলো— টাইপোগ্রাফির ক্ষেত্রে তেমন কোনো উন্নতি সাধিত হয় নি। কিন্তু ইনডিজাইনে টাইপোগ্রাফির ক্ষেত্রে যে উন্নতি সাধিত হয়েছে তাকে সমালোচকরা বলছেন স্টেট অফ দ্য আর্ট। যদিও ব্যাপারটা এমন নয় যে, ইনডিজাইনে টাইপ নিয়ে আপনি যা করতে পারেন কোয়ার্কে তা পারবেনই না, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই একই ফলাফল পেতে অনেক আয়াস ও প্রয়াস পেতে হবে

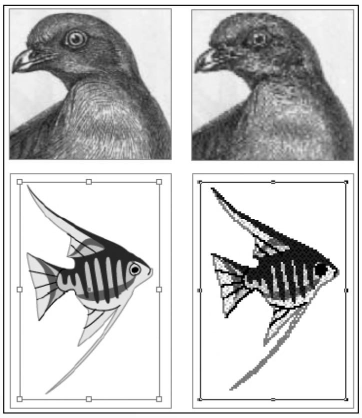

এক্সপ্রেস ব্যবহারকারীদের। যেমন ইনডিজাইনের রয়েছে প্যারাগ্রাফ কম্পোজার ফিচার— এটি হাইফেনেশন অক্ষর ও শব্দের স্পেসিং এবং আরো অনেক সুবিধা দেয় যা কোয়ার্কে অনুপস্থিত। কেননা কোয়ার্কে প্রতিটা লাইনকে আলাদাভাবে দেখা হয়।

ইনডিজাইন আরো এগিয়ে গেছে। এর প্রচুর OpenType ফন্ট-এর অন্তর্ভুক্তিতে ভগ্নাংশ, সোয়াশ (শব্দের মাঝে অক্ষরের বিশেষ বিশেষ আকৃতি), প্রচুর বিভিন্নভাষী অক্ষর, ইত্যাদির সমারোহ রয়েছে এতে। আরো রয়েছে এর হ্যাভিং পাঙ্কচুয়েশন এবং অপটিক্যাল কার্নিং (অপটিক্যাল কার্নিং অক্ষরের আকারের ওপর ভিত্তি করে এর স্পেসিং সেট করতে দেয়)। এক্সপ্রেসে শেষোক্ত দুটি অনুপস্থিত।

ইনডিজাইনে এখন সহজেই প্যারাগ্রাফ টেক্সট লিডিং বা কোনো EPS গ্রাফিক্সের পাশে র‌্যাপিং আরো সুচারুরূপে করে থাকে। তবে কোনো ক্যারেক্টার সিলেক্ট করে সেটি Dingbats ফন্টে নেয়া যায় না।

এক্সপ্রেস ৬-এ তেমন নতুন কোনো টাইপোগ্রাফি টুল আসে নি আর এক্সপ্রেসের সকল টাইপোগ্রাফি টুলের ফিচার ইনডিজাইনেও আছে।

ভাষাগত সুবিধা

এদিক দিয়েও ইনডিজাইনই এগিয়ে। এটিতে ১২টি ভাষার ডিকশনারি রয়েছে। ইনডিজাইনে ইউনিকোড সাপোর্ট রয়েছে তাই অনেক ভাষার অক্ষর একই ডকুমেন্টে খুব সহজেই আনা যায়। এক্সপ্রেসে একসাথে কেবল একটি ভাষা নিয়ে কাজ করা যায়। বহুভাষার সাপোর্ট যদি আপনি পেতে চান তাহলে আপনার দরকার হবে Quark Passport। তবে এর সাথে কিন্তু বাংলাদেশের বাংলার কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের এখনো সনাতন পদ্ধতিতেই যেতে হবে, কেননা এখনো আমাদের কর্তাব্যক্তিরা বাংলাভাষার কোনো মান দাঁড় করাতে পারেন নি।

গ্রাফিক সাপোর্ট

গ্রাফিক সাপোর্টেও ইনডিজাইন রয়েছে এগিয়ে। কোয়ার্ক বা ইনডিজাইন দুটোতেই TIFF, JPEG, EPS এবং অন্যান্য উন্নত প্রিন্ট ওরিয়েন্টেড ফরম্যাটের পুরো সাপোর্ট রয়েছে। তবে ইনডিজাইনে রয়েছে নেটিভ অর্থাৎ ফটোশপ ও ইলাস্ট্রেটরে ফাইল সাপোর্ট যা আপনার কাজের গতি নিঃসন্দেহে অনেকাংশে বাড়িয়ে দেবে। আর ইনডিজাইন আপনাকে দেবে ট্রু রেজ্যুলিউশনে ইমেজকে স্ক্রিন প্রিভিউর সুবিধা। EPS ফাইলের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারায় কোনো ভালো প্রিভিউ কল্পনাই করা যেত না। কিন্তু ইনডিজাইনে সত্যিকারের প্রিভিউ দেখানো হয়ে থাকে। অন্যদিকে XPress এখনো মাত্র ৭২ ডিপিআই স্ক্রিন রেজ্যুলেশনে এসব প্রিভিউ দেখায়। আরো চমকপ্রদ তথ্য হচ্ছে— যদি এমন একটি ডকুমেন্ট তৈরি করা হয় যাতে প্রতি পাতায় দুটি বড় ছবি থাকবে, এরকম পাঁচটি পাতার জন্য এক্সপ্রেস ৬-এর ফাইল সাইজ হবে ৫০ মে.বা কিন্তু ইনডিজাইনের ক্ষেত্রে মাত্র ১০ মে.বা!

কালার ম্যানেজমেন্ট

এদিকে এক্সপ্রেস খানিকটা এগিয়ে। এর কালার ম্যানেজমেন্ট ডায়ালগ বক্সে অনেক পরিচ্ছন্নভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে কীভাবে গ্যামাটের বাইরের রঙের ব্যবস্থা করা হবে। ইনডিজাইনে একটি নতুন ফিচার হলো ওভারপ্রিন্ট প্রিভিউ। তবে ইনডিজাইনের কালারম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এক্সপ্রেসের তুলনায় অনেক অনেক উন্নততর। যেদিকে পিছিয়ে সেটি হলো স্পট কালার। ইনডিজাইনের ডিসপ্লে টেকনোলজি উন্নত হবার মূল কারণ হলো ফটোশপ ও ইলাস্ট্রেটরের মিলিত ক্ষমতা একে দেয়া হয়েছে। সেই সাথে যোগ হয়েছে মাল্টিপেজ ডকুমেন্ট ক্যাপাবিলিটি। তবে হেক্সাক্রোম প্রিন্টিং নামক একটি ফিচার ইনডিজাইনে নেই। যদিও খুব অল্পসংখ্যক ডিজাইনারই এ ধরনের বিশেষ প্রিন্টিং ব্যবহার করেন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে।

পেজ লে আউট

এক্সপ্রেসে এক্ষেত্রে এমন কিছু ফিচার রয়েছে যা এখনো ইনডিজাইনে দেয়া হয় নি সেটি হলো লাইন, বর্ডার ও বক্সের জন্য ড্যাস ও স্ট্রাইপ কাস্টোমাইজেন যা দিয়ে আপনি বিভিন্ন জটিল শেপ তৈরি করতে পারেন।

লেয়ার

এটি ইনডিজাইনের পূর্ববর্তী ভার্সন থেকেই আছে। তবে এক্সপ্রেস ৫ থেকে লেয়ারের সাপোর্ট দেয়া হয়েছে। এক্সপ্রেসে হিডেন লেয়ারের জন্য টেক্সট রান এ্যারাউন্ড অফ রাখা যায় কিন্তু ইনডিজাইনে যায় না।

ট্রান্সপারেন্সি

এটা ইনডিজাইনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকের একটি। অবজেক্টকে এটি ট্রান্সপারেন্ট তো করতে দেয়ই তদুপরি ফটোশপ ও ইলাস্ট্রেটরে তৈরি ট্রান্সপারেন্সিও এটি সাপোর্ট করে। যে-কোনো অবজেক্টে ড্রপ শ্যাডো যোগ করাও ইনডিজাইন সাপোর্ট করে।

ইনডিজাইনের ট্রান্সপারেন্সি টুলগুলো ডিজাইনারদের হাতে এনে দেয় চমৎকার সব ইফেক্টের ছড়াছড়ি। এমনকি আপনাকে হয়তো অনেক ইমেজের জন্যই আর ক্লিপিং পাথ তৈরি করার দরকার হবে না। বিকল্প হিসেবে কেবল ইমেজের অদরকারি পিক্সেলগুলো ফটোশপে ইরেজ করলেই হবে। তবে আপনি যদি ক্লিপিং পাথের কারণে ইমেজের কাটাকাটা অবয়বেই মুগ্ধ থাকেন সে অন্যকথা।

এক্সপ্রেস এক্ষেত্রে বলা যায় নাদানই রয়ে গেছে। এটি ইমেজের ক্লিপিং পাথ ছাড়া ট্রান্সপারেন্সি দিতে পারে না। এটি দুঃখজনক কোয়ার্কের আরেকটি প্রোডাক্ট অনেক বছর আগে থেকেই ড্রপ শ্যাডোও অবজেক্টের ট্রান্সপারেন্সি সাপোর্ট করত, সেটি হলো Immedia।

বড় ডকুমেন্ট

এক্সপ্রেসের 4.X ভার্সন থেকেই বড় ডকুমেন্টের যেসব ফিচার অর্থাৎ টেবল অফ কন্টেন্টস, সূচি এবং বুক প্যালেট ছিল। ইনডিজাইনেও এগুলো আছে তবে বুক প্যালেট ছাড়া অন্যগুলোকে একটু ভারিক্কি মনে হতে পারে। ইনডিজাইনের চমৎকার একটি ফিচার হলো এটা আপনাকে একটি পুরো বইকে PDF (Protable Document Format)-এ রূপান্তরের সুবিধা হবে। এটি এক্সপ্রেসে করতে পারবেন না।

তবে সত্যি বলতে কি ডকুমেন্টের এই ফিচারগুলোতে বেশি মার্ক এখনো এক্সপ্রেসের ঘরেই যাবে।

টেবিল

এক্সপ্রেস ৬-এ চমৎকার সব টেবিল মেকিং টুল যুক্ত হয়েছে। কিন্তু তারপরও ইনডিজাইনের সাথে টেক্কা মারার মতো নয়। ইনডিজাইন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেল হতে টেবিল ইমপোর্ট করতে পারে কিন্তু এক্সপ্রেস তা পারে না। ইনডিজাইন টেবিলের টিন্টকে পরিবর্তন করতে পারে এবং পেজ বা কলাম অনুযায়ী ফ্লো করাতে পারে। এক্সপ্রেস-এর কোনোটাই পারে না। তাছাড়া টেবিলের ভেতরে টেবিল তো পারেই না। এক্সপ্রেস আপনাকে যেখানে সেখানে টেবিল আঁকতে দেবে এর টেবিল টুল-এর সাহায্যে। কিন্তু ইনডিজাইনে এটি টেক্সট ফ্রেমের ভেতরে করতে হয়।

এক্সপ্রেসের টেবিলকে চলনসই আর ইনডিজাইনেরটিকে বলা যায় আরো ভালো হলে দোষ ছিল কী ? বস্তুত কোনোটির টেবিলই টেবিল স্টাইলের সুযোগ দেয় না, তাই আপনি একাধিক টেবিলে দ্রুত একই স্টাইল প্রয়োগ করতে পারবেন না।

প্রিন্টিং এবং PDF

বলাই বাহুল্য ইনডিজাইনের আগের ভার্সনগুলো ছিল প্রিন্টিংয়ে খুবই দুর্বল এবং এর প্রিন্ট ডায়ালগ বক্সটিও ছিল যাচ্ছে-তাই। আর ঠিকমতো প্রিন্টেও সক্ষম ছিল না। কোনো পোস্টস্ক্রিপ্ট ফাইল হিসেবে ডিস্কে প্রিন্ট করা এখন এক্সপ্রেসের চেয়েও সহজে করা যায়

ইনডিজাইনে। তবে ট্রান্সপারেন্সি প্রিন্ট এর ক্ষেত্রে কিছু ক্ষুদ্র দুর্বলতা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারে নি ইনডিজাইন। Scitex Brusque RIP-এ প্রিন্টের ক্ষেত্রে দেখা গেছে টাইপগুলো পিক্সেলের সাহায্যে হচ্ছে। ইনডিজাইন এই ত্রুটি খুব শিগগিরই কাটিয়ে উঠবে আশা করা যায়।

পিডিএফ ফাইল

সর্বত্রই এখন এই ফাইলের জয় জয়কার। সকল প্লাটফরমে-এর গ্রহণযোগ্যতা তো রয়েছেই আর রয়েছে নিখুঁত মানের প্রিন্টের নিশ্চয়তা। আজকাল অহরহই এই ফরম্যাটে করে প্রিন্টে পাঠানো হচ্ছে ফাইল। অনেক পত্রিকা PDF ফরম্যাট ছাড়া বিজ্ঞাপনের ফাইল নিতে চায় না। কম্পিউটার টুমরোও লেখক ও পাঠকদের বাংলা সফটকপি PDF-এ পাঠানোর পরামর্শ দেয়। তবে আপনারা মনে রাখবেন বাংলা ফন্টটিও ফাইল এমবেড করে PDF করবেন। তো এই যখন ব্যাপার তখন আপনার পেইজ লে-আউট প্রোগ্রামটিতে কীভাবে আরো সাবলীল আকারে PDF-কনভারশন করা যায় তাই আপনার কাম্য হবার কথা।

আর জানেন বোধহয় PDF এডোবির চেয়ে ভালো করে তৈরি করবে এমন নজির এখনো দেখা যায় নি। ইনডিজাইন অত্যন্ত দ্রুত তার ফাইলকে PDF-এর রূপান্তর করতে পারে।

Quark XPress তৈরি করতে Adobe Acrobat সহায়তা নেয় অথবা Adobe Acrobat Distiller-এর প্রিন্টার ড্রাইভার দিয়ে করে। তবে ফাইল সাইজ ইনডিজাইনের তৈরি ফাইলের চাইতে দশগুণ বড় তো হয়ই, ঐ PDF ফাইলগুলো ইনডিজাইনে তৈরি PDF থেকে অনেক বেশি সময় নেয়।

ইনডিজাইনে সৃষ্ট PDF ফাইলগুলোতে সিকিউরিটি অপশন অর্থাৎ পাসওয়ার্ড প্রটেক্ট করা যায়; এক্সপ্রেস এটি করার সুযোগ দেয় না। তবে এক্সপ্রেস আবার ডকুমেন্টের কালার সেপারেশনগুলোকেও PDF ফাইল হিসেবে সেভ করতে দেয়— অপরদিকে ইনডিজাইন কম্পোজিট CMYK অথবা RGB PDF ফাইল তৈরি করে। এগুলোকে Adobe Acrobat দিয়ে সেপারেশন প্রিন্ট করা যায়।

দুটো প্রোগ্রামই URL-এর হাইপারলিংক ও বুকমার্ক স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করে। তবে এক্সপ্রেসে হাইপারলিংককে একটা ছোট বাগ হলো দু-তিন লাইনের লিংককে এটি সঠিকভাবে দেখাতে ব্যর্থ হয়।

ওয়েব ডিজাইন

আজকাল ডকুমেন্ট বা ম্যাগাজিন কিন্তু কেবল প্রিন্ট করার জন্য তৈরি হয় না। যেমন ধরুন অন্যদিন আর কম্পিউটার টুমরোর কথা— এগুলোর অনলাইন সংস্করণ তৈরি করতে ওয়েব ডেভেলপারদের খাবি খেতে হচ্ছে। অনেকক্ষেত্রেই যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে— কোয়ার্ক এক্সপ্রেসে তৈরি ফাইল প্রিন্ট হয়ে বেরিয়ে আসে, সেটি অনলাইন ডিপার্টমেন্ট নেয় অথবা তার ওয়ার্ডের ফাইল ও ইমেজসমূহ গ্রহণ করে নতুন ধরনের মেকাপে সাজায়। যারা এর সাথে জড়িত তারাই বোঝেন কতটা ঝক্কি এতে। কোয়ার্ক এই ঝক্কির পরিমাণ কমানোর জন্য Quark 5 ও 6 এর মুখ্য ফিচারগুলোই তৈরি করেছে ওয়েব ডকুমেন্ট তৈরির জন্য। উদাহরণস্বরূপ, আপনি সহজেই বানাতে পারেন রোল-ওভার, ইমেজ ম্যাপ, এমনকি ফরমও।

তবে XPress-এ কাজটি চমকপ্রদ— আপনাকে পৃথক একটি Web ডমুমেন্ট তৈরি করতে হবে এবং আপনার মূল পেজ লেআউট ডকুমেন্ট ফাইল হতে টেক্সট ও গ্রাফিক্স আইটেমগুলো ড্রাগ এন্ড ড্রপ প্রক্রিয়ায় ঐ ওয়েব ডকুমেন্টে নিয়ে নিতে হয়। কিন্তু ইনডিজাইনে এটি প্রচলিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ এক্সপোর্ট করা হয়। অবশ্য এ টেকনিকে দ্রুত ওয়েবপেজ করা যায়। যদিও দুটি প্রোগ্রাম দুটি ভিন্ন উপায়ে ওয়েবপেজ তৈরি করে তবু এদের HTML কোড বেশ পরিচ্ছন্ন অর্থাৎ বাহুল্যবর্জিত। একথা বলছেন বিশিষ্ট সমালোচক ও বিশেষজ্ঞগণ। ইনডিজাইন ক্যাসকেডেড স্টাইল শিট (CSS)-এর এবসোলিউট পজিশনিং অথবা লেয়ার ব্যবহার করে। এক্সপ্রেস ব্যবহার করে অদৃশ্য টেবিল (যা পুরাতন ওয়েব ব্রাউজারে ভালো কাজ করে। এক্সপ্রেস ব্যবহার করে অদৃশ্য টেবিল (যা পুরাতন ওয়েব ব্রাউজারে ভালো কাজ করে)। দুটি প্রোগ্রামই আপনার ডকুমেন্টের TIFF ফরম্যাটের ইমেজগুলোকে GIF অথবা JPEG ফরম্যাটে নেয়।

যদিও XPress-এর ইনডিজাইনের চেয়ে ভালো ওয়েব এক্সপোর্ট টুলস রয়েছে। কিন্তু আপনি আপনার সকল টেক্সট ও গ্রাফিক্স সহজে রূপান্তর করতে পারবেন না। কিন্তু ইনডিজাইনে করতে পারবেন অনায়াসে।

তবে সত্যিকারের ওয়েবপেজ তৈরিতে এখনো ম্যাক্রোমিডিয়া ড্রিমউইভার বা এডোবি গোলাইভ-এর দরকার হবে। কেননা, ইনডিজাইন বা এক্সপ্রেস-এর ওয়েবফিচার এখনো পরিপূর্ণ নয়। যেহেতু আপনাকে শেষপর্যন্ত ড্রিম উইভারের মতো প্রোগ্রামে ওয়েবপেজকে ফাইলাইজিং-এর কাজগুলো করতে হবে, সুতরাং ইনডিজাইনে হয়তো Golive ও Live Motion-এর সাথে আরো সমন্বিতভাবে পাওয়া যাবে।

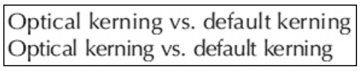

মিসিং ইন এ্যাকশন

প্রোগ্রাম যে প্রতিনিয়তই উন্নত ও পরিশীলিত হয় ইনডিজাইন ও এক্সপ্রেসের সর্বশেষ ভার্সনদ্বয় তার প্রমাণ। তবে এখনো এগুলোতে ভালো টেক্সট এডিটর যুক্ত হয় নি— যেমনটি ছিল Adobe Page Maker-এর স্টোরি এডিটর-এ। এমনকি এক দশক আগের সেই ভেনচুরা পাবলিশারেরও কিছু গুণাবলি এখনো যুক্ত হয় নি।

আর বিশেষজ্ঞগণ আরো যেসব ফিচারের অভাববোধ করছেন তা হলো— কন্টিনিউয়াস টেক্সট সিলেকশন, ড্রপ ক্যাপের পাশ দিয়ে টেক্সট বয়ে যাওয়া (যেমন— ইংরেজি ভি অক্ষরে ডানের ঢাল ঘেঁসে যাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই টেক্সট বয়ে যেতে পারে), উইডো এবং অরফ্যান ডিটেকশন যা কিনা এমএস ওয়ার্ডে অনেক আগে থেকেই আছে।

ইনডিজাইনে আছে শক্তিশালী স্ক্রিপ্টিং টুল যা ম্যাচ ওস এবং উইন্ডোজ দুটোতেই চলে। তবে এ্যাপলস্ক্রিপ্ট অর্থাৎ যেটি দিয়ে XPress চলে সেটি ইনডিজাইনে সাপোর্টেড নয়। এক্সপ্রেসের অনেক ব্যবহারকারী আছেন যারা এর অনেক Xtension-এর ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল কিন্তু XPress 5.X-এ যে Xtension চলত সেগুলো কিন্তু XPress 5 ও 6-এ চলে না। আর এই Xtension -এর সমকক্ষ প্লাগইন এখন ইনডিজাইনে পাওয়া যাচ্ছে।

প্রসেসিং পাওয়ার

ইনডিজাইনের একটি দুর্বলতা হলো এর অনেক রিসোর্স-এর চাহিদা আপনি পেন্টিয়াম II ও III-তেও চালাতে পারবেন তবে 256 RAM-এর পেন্টিয়াম 4 না হলে হয়তো চালিয়ে তেমন মজা পাবেন না। এ্যাপল কম্পিউটারের ক্ষেত্রে G3 মেশিনেও চলবে তবে G4 না হলে তেমন ভালো চলবে না। আর যদি ম্যাচ ওস এক্স ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে 256MB RAM-ও লাগবে। অপরদিকে কোয়ার্ক এক্সপ্রেসের তেমন চাহিদা নেই যদিও ভার্সন 4.X-এর তুলনায় উন্নত মেশিন বাঞ্ছনীয়। তবে উন্নত মেশিনে একই এনভায়রনমেন্টে একই কাজে ইনডিজাইন এগিয়ে।

মূল্য

মূল্যের দিক দিয়েও এডোবি ইনডিজাইন এগিয়ে। প্রিন্ট মিডিয়ায় যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এডোবি কোয়ার্কের রেজিস্টার ব্যবহারকারীকে পর্যন্ত হ্রাসকৃত মূল্যে ইনডিজাইন দেবে। এমনকি নতুন ভার্সনের কোয়ার্ক এক্সপ্রেসের দামে অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপে ইনডিজাইন, ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, এ্যাক্রোব্যাট এবং একটি ১৭ ইঞ্চি মনিটরও কিনতে পারবে। বুঝতেই পারছেন যুদ্ধ

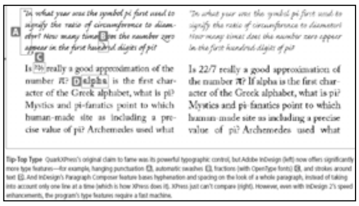

লেগেছে সেয়ানে সেয়ানে। কোয়ার্ক বেগতিক দেখে এ পর্যন্ত যা করে নি তাও এবার করে বসেছে— সেটি হলো মাত্র দুবছরের মাথায় কোয়ার্ক এক্সপ্রেস ৬ বাজারে ছেড়েছে। তবে এখনো ভার্সন ৫ সবাই ব্যবহার শুরু করে নি।

ইনডিজাইনে কী নেই

হ্যাঁ ইনডিজাইনে এমন বেশকিছু ফিচার নেই যা এক্সপ্রেস ৬-এ যুক্ত হয়েছে। আসুন জেনে নেয়া যাক ফিচারগুলো কী—

- মাল্টি ইঙ্ক কালার (স্পটকালার দিয়ে গঠিত সোয়াচ)
- টাইপিং বা এডিটিং-এর সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে পেজ যুক্ত হয় না।
- টেক্সট ড্রাগ এন্ড ড্রপ। মাউসের সাহায্যে দ্রুত কপি/কাট পেস্ট করার সুবিধা।
- কাস্টমাইজড কার্নিং পেয়ার।

কোয়ার্ক এক্সপ্রেস বনাম ইনডিজাইন

ম্যাকের ফাইন্ডার বা উইন্ডোজে এক্সপোলোরার থেকে টেক্সট ড্রাগিং	❍	●
মাল্টিলাইন কম্পোজিং	❍	●
অপটিক্যাল কার্নিং	❍	●
কাস্টোমাইজেবল কার্নিং এবং ট্রাকিং	●	❍
হ্যাঙ্গিং পাঙ্কচুয়েশন	❍	●
ওপেন টাইপ ফিচারস ১	❍	●
এক্সেল ফাইল ইমপোর্ট	❍	●
বহুভাষার সাপোর্ট	❍	●
স্টাইলের ব্যবহার (পুনরাবৃতভাবে)	●	❍
প্যারাগ্রাফ স্টাইলকে ক্যারেক্টার স্টাইলের ওপর নির্ভর করা	●	❍
টেক্সট বৃদ্ধি পেলে স্বয়ংক্রিয় পাতা যোগ হওয়া	●	❍
টেবল অব কন্টেন্টে ক্যারেক্টার স্টাইলিং	●	❍
টেক্সট আছে এমন বক্সগুলোকে মার্জকরার সুবিধা	❍	●
টেক্সট এর বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও প্রতিকার	●	●
টেক্সট পরিবর্তন হবার সাথে সঙ্গতি রেখে স্টাইল স্বয়ংক্রিয় পরিবর্তন	❍	●
লেখার বোল্ড বা ইটালিক অন্য স্টাইল এ্যাপ্লাই করার পরও বজায় থাকা	❍	●
এক্সটেনডেড ক্যারেক্টার সেট সাপোর্ট	❍	●
টেক্সটের স্ট্রোক বা ফিল	❍	●
টেক্সট ফাইলে লিংক করা	❍	●
ফ্রেম এর ভেতরে টেক্সটকে ঘোরানো	●	❍
লেখার কেস (আপারকেস, লোয়ারকেস ইত্যাদি) পরিবর্তন	❍	●

ইমেজ

ফটোশপ ফাইল ইমপোর্ট	❍	●
ইমেজের ট্রান্সপারেন্সি সাপোর্ট	❍	●
হাই রেজোলুশন প্রিভিউ	❍	●
ভেক্টর আর্টের মধ্যে ড্রাগিং	❍	●
Tiff ও JPEG ছবির জন্য কন্ট্রাস্ট কার্ভ	●	❍
অবজেক্ট হাফটোনিং	●	❍
ইমেজকে ডকুমেন্টে এমবেড করা	❍	●
এমবেড ফন্টস (EPS ফাইলে)	❍	●
এক্সপ্লোরার বা ফাইন্ডার (ম্যাক) হতে ইমেজ ড্র্যাগিং	❍	●

কালার

স্পট কালার মিক্সিং	●	❍
রিপ্লেস কালার অন ডিলিট	●	❍
একাধিক অবজেক্টে ড্র্যাগ ও ড্রপ	●	❍
সোয়াচ ও গ্রাডিয়েন্ট টুল	❍	●
মাল্টিস্টেপ ব্লেন্ডিং ২	❍	●
পেপার কালার	❍	●
টিন্ট সোয়াচ	❍	●

পেজ লে-আউট

ড্র শ্যাডো	❍	●
অবজেক্ট ফেদারিং	❍	●
অবজেক্ট ট্রান্সপারেন্সি	❍	●
মাস্টার পেজের ওপর ভিত্তি করে নতুন মাস্টারপেজ	❍	●
নেভিগেশন প্যালেট	❍	●
একই ডকুমেন্টের একাধিক ভিউ	❍	●
ডকুমেন্টের যে-কোনো পেজকে মাস্টার পেজে রূপান্তর	❍	●
বিভিন্ন পেশ অবজেক্টকে মার্জ করা	❍	●
হিডেন লেয়ারের জন্য টেক্সট র‍্যাপিং সুবিধা	❍	●
একরকৃত অবজেক্টের টেক্সট র‍্যাপিং	❍	●
৪০০০% পর্যন্ত জুম করার সুবিধা ৩	❍	●
আইড্রপার টুল	❍	●
কাস্টম লাইনস	●	●
লাইন এরোহেড অপশনস	❍	●
প্রুফ ভিউ (ওভারপ্রিন্ট প্রিভিউ)	❍	●
টুল প্রেফারেন্স	●	❍
অবজেক্ট পেস্টবোর্ডেরও বাইরে যেতে পারে	❍	●
গাইডগুলোর অবজেক্টরূপ বৈশিষ্ট্য	❍	●

টেবিল

বিভিন্ন ফ্রেমের টেবিলকে লিঙ্ক করতে পারা	❍	●
টেবিল সেলের ট্রান্সপারেন্সি	❍	●
সেল এক্সপ্রান্ড হওয়া	❍	●

এক্সপোর্ট এবং প্রিন্ট

সরাসরি PDF-এ রূপান্তর৫	❍	●
পুরো বুক প্যালেটকে বা পোস্টস্ক্রিপে এক্সপোর্ট	❍	●
ডিভাইস অনির্ভর পোস্টস্ক্রিপ্ট	❍	●
প্রিন্ট গাইড	❍	●
ওভারপ্রিন্টের সিমুলেশন	❍	●
পোস্টস্ক্রিপ্ট এরর হ্যান্ডলিং	●	❍
স্কেলেবল ভেক্টর গ্রাফিক্স এক্সপোর্ট	❍	●
ডকুমেন্টের প্রিফ্লাইট দেখা (প্রিন্ট না করে)	❍	●

ওয়েব ও XML

পেজকে এ এক্সপোর্ট	●	●
HTML-এর ফর্মের অবজেক্ট সমূহ	●	❍
রোলওভার ইমেজ	●	❍
ইমেজ ম্যাপ	●	❍
ফরম্যাটেড টেক্সটকে গ্রাফিক্সে রূপান্তর	●	❍
স্বয়ংক্রিয় নেভিগেশন লিঙ্ক যুক্ত হওয়া	❍	●
একাধিক পেজকে একটি মাত্র HTML-এ রূপান্তর	❍	●
DTD(Document Type Definition) ছাড়াই তৈরি করা	❍	●
HTML-এর মেটা ট্যাগ	●	❍
সাধারণ বৈশিষ্ট্য	সমানভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী	
ম্যাক ওসস এক্স এ নেটিভভাবে চলতে সক্ষম	●	●
ক্র্যাশ প্রটেকশন	●	●
মাল্টিপল আনডু	●	●
600×800 মনিটরে চলা (DTP রে উপযোগী)	●	❍
ম্যাক ওএস ৮-এ চলা	●	❍
সাপোর্ট	❍	●
কীবোর্ড শর্টকাট এডিট করতে পারা	❍	●

- ম্যাটার পেজের অবজেক্টগুলোর জন্য টেক্সট র‍্যাপিং।
- অটো সেভ ও অটো ব্যাকআপ।
- হাইফেনেশন ও জাস্টিফিকেশন স্টাইল সেভ করার ব্যবস্থা। (ইনডিজাইনে এটি আছে কিন্তু একটি প্যারায় ব্যবহৃত স্টাইল অন্যপ্যারায় দ্রুত এ্যাপ্লাই করার সুবিধা নেই।)
- লে-আউট স্পেস সুবিধা (নতুনতম ফিচার; একই ফাইলে অনেকগুলো ফাইল নিয়ে কাজ করার সুবিধা)।
- একেবারে অনেকগুলো স্টেপ আনডু করার সুবিধা। (নতুন ফিচার এডোবি ফটোশপের হিস্টোরি-এর মতো)।
- বিশেষ ধরনের কাস্টম লাইন ও স্ট্রাইপ।
- ওয়েব ফিচার (অনেকে ইনডিজাইনের এক্সপোর্ট HTML-কেই স্মার্ট ও যুৎসই বলে অভিহিত করছেন)।

এক্সপ্রেসে কী নেই

ওপরের বড় তালিকার এত অভাব থাকা সত্ত্বেও ইনডিজাইন কিন্তু এক্সপ্রেসের তুলনায় অনেক বেশি ফিচার সমৃদ্ধ প্রোগ্রাম। নিচে দেখুন সেসব ফিচারের তালিকা যা ইনডিজাইনের সর্বশেষ ভার্সনকে করেছে এক্সপ্রেসের চেয়ে যোগ্যতর।

- ড্রপ শ্যাডো ফেদার এবং ওপাসিটি (উল্টো করে স্বচ্ছতাও বলা যায়) এসব কিছুই করা যায় নিজস্ব বা ইমপোর্ট করা সব অবজেক্টের ওপর।

■ ইমপোর্ট করা যায় সরাসরি যে-কোনো .Psd ও .ai ফাইলকে। সেই সাথে ঐ ফাইলের পূর্ণ আলফা চ্যানেল ট্রান্সপারেন্সিকেও (এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ক্লিপিং পাথের দরকার থাকবে না)।

■ এমএস ওয়ার্ড ও এমএস এক্সেল হতে টেবিল এনে ব্যবহারের সুবিধা।

■ ক্র্যাশ প্রটেকশন (ফাইলকে সে অবস্থায় ফিরিয়ে নেয় যে অবস্থায় ফাইলটি ওপেন থাকাকালে সিস্টেম ক্র্যাশ করেছিল।

■ বিশেষ ধরনের ওপেন টাইপ ক্যারেক্টার ও তাদের বিশেষত্ব সমর্থন করে (ভগ্নাংশ সোয়াশ এবং আরো অনেক ফিচার যা ঐ ফন্ট ফাইলে দেয়া আছে)।

■ ওভারপ্রিন্ট কালারের প্রিভিউ দেখার সুবিধা।

পোস্টস্ক্রিপ্টের সাপোর্ট; এর ফলে স্ক্রিনে যেভাবে দেখবেন ঠিক সেরকমই প্রিন্ট পাবার সুবিধা। (এমনকি প্রিন্টারে যদি পোস্টস্ক্রিপ্ট সাপোর্ট নাও থাকে)।

■ একই ডকুমেন্টকে কয়েকটি উইন্ডোতে দেখার সুবিধা।

■ মাস্টার পেজকে বেজ করে মাস্টার পেজ করার সুবিধা (হায়ারারকিকাল মাস্টার পেজ ফিচার)

■ প্রিন্টিং-এর আগেই বিল্ট-ইন প্রি ফ্লাইট।

■ আঠার ফিট বর্গের পেজ সাইজ (এক্সপ্রেসে ৪ফিট বর্গের করা যায়)।

■ স্কেল টুল ও ডায়ালগ বক্স (এটি একক অবজেক্ট বা গ্রুপ-এর ওপরও কাজ করে)

■ ম্যাক ও উইন্ডোতে স্ক্রিপ্ট করার সুবিধা (এক্সপ্রেসে কেবল এ্যাপল স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করা যায় যা উইন্ডোজে চলে না)।

■ ফন্ট স্টাইল ইন্টেগ্রিটি (ফন্টটি না থাকলে একে বোল্ট বা ইটালিক করতে দেবে না)।

■ গাইডের অবজেক্ট রূপ (একাধিক গাইড সিলেক্ট করা যায়। গাইডকে সাংখ্যমান ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় স্থানে সেট করা যায়। গাইডের রঙ পরিবর্তন, গাইডকে কপি/পেস্ট, গাইডকে লাইব্রেরিতে রাখা বা লেয়ারে রাখা এবং আরো অনেক)।

■ বারোটি ভাষার সমন্বিত অভিধান, আর ইউনিকোড সমর্থন থাকায় জাপানি ও মধ্যপ্রাচ্যয় ভাষার ফাইলও ওপেন করা যায়।

■ প্যারাগ্রাফ কম্পোজার, হ্যাঙিং, পাঙ্কচুয়েশন, অপটিক্যাল কার্নিং এসব টাইপসেটিংকে আরো দ্রুততর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করে।

ম্যাক ওএস 9-এ ছিল কিন্তু এখন নেই এমন কিছু সুবিধা হারিয়েছে Quark XPress 6 যেমন— ইনডিজাইনে আছে 'এডিট অরিজিনাল' নামে একটি অপশন যা ইমপোর্ট বা পার্জ করা মূল টেক্সট বা ইমেজকে তার মূল প্রোগ্রামে খোলার সুবিধা দেয় ফলে আপনাকে কষ্ট করে ফাইলটি আলাদা করে খুঁজে এডিট করার দরকার হয় না। ওএস 9-এ পাবলিশ ও সাবস্ক্রাইব ফিচারের সাহায্যে এমন একটি সুবিধা যুক্ত হয়েছিল এক্সপ্রেসে। কিন্তু যেহেতু ওএস এক্স-এ এটি আর নেই, তাই এক্সপ্রেসও সুবিধা বঞ্চিত।

একইভাবে, আপনি কোনো প্রিন্টার পছন্দ করতে পারবেন না (যদি আপনার একাধিক থাকে) যা কিনা কোয়ার্ক এক্সপ্রেসে আগে ছিল অর্থাৎ কিনা আগের ওএসগুলোতে সাপোর্ট ছিল। তার বিকল্প হিসেবে আপনাকে প্রিন্টার ডায়ালগ বক্স হতে অন্যটি সিলেক্ট করতে হবে। অন্যদিকে ইনডিজাইনের প্রিন্ট ডায়ালগ বক্সে পাবেন সব রকমের নিয়ন্ত্রণ প্রিভিউ ইত্যাদি।

কোয়ার্ক এক্সপ্রেস ৬ কতটা ভালো ?

কোয়ার্ক এক্সপ্রেস ৫ যদিও ম্যাক ওস এক্স-এর সংস্করণে ছিল না তেমনি এক্সপ্রেস ৬ আবার ওএস এক্স নেটিভ। আর তাই অনেকেই চোখ বুজে এক্সপ্রস ৬-কে বেছে নেবে এটা সত্যি। কিন্তু যারা উইন্ডোজ ব্যবহার করে বা ওএস ৯ অথবা ক্ল্যাসিক মোড (ম্যাক ওএস-এর একটি মোড, ব্যাকওয়ার্ড কম্পাটিবল করে পুরনো প্রোগ্রাম চালানোর জন্য) ব্যবহারকারীরা কিন্তু তা তেমনভাবে করবে না। ইনডিজাইনের সদর্প উপস্থিতিতে ভিত নড়ে উঠেছে কোয়ার্কের। আর তাই ভার্সন ৬-এ নতুন অনেক ফিচার এবং এমন অনেক ফিচার সংযোজন করেছে যা ইনডিজাইনে আগেই ছিল (মাল্টিপল আনডু, এক্সপোর্ট PDF, ফুল রেজ্যুলেশন প্রিভিউ)। আবার ইনডিজাইনে নেই এমনগুলোও (যেমন— মাল্টিপল পেজ লে-আউট, স্পেস, সিনক্রোনাইজ টেক্সট, আর ওয়েবপেজ তৈরি জন্য বিশেষ ফিচারস)।

কোয়ার্ক কিছু অতি দরকারি বেসিক লে-আউট ফিচার যোগ করেছে যা তাকে অনেক আকর্ষণীয় ও কার্যকরী করে তুলবে (যেমন— পেস্ট ইন প্লেজ, কোনো অবজেক্টকে কোনো পেজের যেখান থেকে কাট করবেন পেস্টের বেলায়ও একটি পেজের ঐ নির্দিষ্ট জায়গাতেই পেস্ট করার সুবিধা)। তা সত্ত্বেও এর বেশিরভাগ বড় ফিচারই সর্বেসর্বা নয়। ফলে এটি যেমন অনেক ইউজার হারাবে তেমনি অনেকে এখনি ভাবা শুরু করেছেন, আদৌ কখনো কোয়ার্ক এক্সপ্রেস ৭ বের হবে তো ? অর্থাৎ কিনা ইনডিজাইনের তোপের মুখে হয়তো কোয়ার্ক আর বেশি নাও এগোতে পারে।

বিশেষ করে কোয়ার্কে ট্রান্সপারেন্সির ফিচারটি কেন যুক্ত হলো না আর এই ভার্সনেও গত ১৩ বছরের টাইপোগ্রাফি কন্ট্রোলের তুলনায় তেমন কোনো উন্নতি সাধিত হয় নি। আর মাল্টিপল আনডু থাকলেও এখনো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের আনডু করে না (যেমন— গাইডগুলো সরানো বা যদি মাস্টার পেজে কোনো পরিবর্তন করা হয়)। একইভাবে মাল্টিপল লে-আউট স্পেসে স্টাইলশিট ও কালার শেয়ার করা গেলেও মাস্টারপেজ বা লেয়ারকে করা যায় না। আর লে-আউট স্পেসগুলোর মধ্যে অবজেক্টকে ড্রাগ-ড্রপ অথবা একসাথে একাধিক লে-আউট স্পেসে Find/Change ব্যবহার করা যায় না।

যদিও ইনডিজাইনে লে-আউট স্পেস নেই, তথাপি আপনি দুই বা ততধিক ওপেন ডকুমেন্টে চালাতে পারেন Find/Change আর আনডু ? প্রায় এমন কোনো একশনই পাবেন না যাকে আনডু করা যায় না।

কে হারে কে জিতে ?

এখানে আমরা দুটি সফটওয়্যারে ফিচারের তুলনা দেখব। তবে এটা কিন্তু এমন নয় যে ফিচারের তুলনা দেখে আপনার বর্তমানে ব্যবহার করতে হবে। তবে এই তুলনামূলক বিচার আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহয়তা করতে পারে।

টেক্সট এবং টাইপ

১. ওপেন টাইপের বিশেষ সুবিধাগুলো যেমন ভগ্নাংশ তৈরি, সোরাস ক্যারেক্টার ইত্যাদি

২. ইনডিজাইনে গ্রাডিয়েন্ট এডিট করে

৩. এক্সপ্রেস কেবল ৮০০% পর্যন্ত সাপোর্ট করে

৪. গাইডগুলো দারুণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এর ফলে

৫. এক্সপ্রেস এর ডিস্টিলারের সহযোগিতা দরকার হয়।

৬. এক্সপ্রেসে কেবল একটি করে ডকুমেন্টকে PDF করা যায়।

৭. প্রোগ্রাম ক্র্যাশ করার অব্যবহিত আগ পর্যন্ত সব ইনডিজাইন সেভ করে কিন্তু এক্সপ্রেস এ এজন অটোসেভ এনাবল করতে হবে।

আপনি জানেন কি ?

অ্যাডোবে ইনডিজাইনের জটিল ধরনের ট্রান্সপারেন্সী ও গ্রাডিয়েন্টসমূহ পোস্ট স্ক্রিপ্ট লেভেল ৩ টাইপের RIP তে প্রিন্ট করা হবে তা অপেক্ষাকৃত দ্রুত এবং মানেও অনেক উন্নত পাওয়া যাবে। কিন্তু আউটপুটের RIP গুলোর অনেকগুলোই কিন্তু এখনও পোস্টস্ক্রিপ্ট লেভেল ২ মানের। সুতরাং ইনডিজাইনে আউটপুট দেবার আগে জেনে নিন যাদের কাছ থেকে আপনি আউটপুট অর্থাৎ প্রি প্রেস ট্রান্সপারেন্সী প্রিন্ট নেবেন তাদের RIP পোস্টস্ক্রিপ্ট লেভেল ৩ মানের কিনা।

প্রিন্টিং, ইলাস্ট্রেশন ও ডেস্কটপ পাবলিশিং সংক্রান্ত বই

রিয়েল ওয়ার্ল্ড ইনডিজাইন ২ এটি স্বয়ং এডবি ইনডিজাইন ডেভেপারদের পছন্দের বই। ম্যাক ও উইন্ডোজ পরিসরে চমৎকার একটি বই লিখেছেন দুটি অভিজ্ঞ ও বিশেজ্ঞ ব্যবহারকারী Kvern ও Blatner

রিয়েল ওয়ার্ল্ড কোয়ার্ক এক্সপ্রেস ৬- এটিও কোয়ার্কের রেকমেন্ড করা একটি বেস্ট সেলার। বইটি প্রায় এক হাজার পাতার। ম্যাক ও উইন্ডোজ পরিসরে কোয়ার্ক এক্সপ্রেসের সবকিছু কার্যোপযোগীভাবে শেখার বই এটি। www. peachpit.com/blatner

রিয়েল ওয়ার্ল্ড ফটোশপ ৭- ফটোশপ শেখা নয় বরং আপনারা কী করে ফটোশপ সহজেই করে নিতে পারেন পেশাদারি দক্ষতায় তাই শিখতে পারবেন এ বইয়ে। কালার কারেকশন, থেকে শার্পেনিং, ডুয়োটোন, স্ক্যানিং ইত্যাদি বিষয়ে জানুন ডেভিড ব্লাটনারের এই বই থেকে। www.pixelboyz.com

ইনডিজাইন ফর কোয়ার্ক এক্সপ্রেস ইউজারস

আপনি কোয়ার্ক এক্সপ্রেসে সিদ্ধহস্ত ? ইনডিজাইনেও হাত পাকাতে চান ? এ বইয়ের বিকল্প খুজে পেতে কষ্টই হবে। এটিরও লেখক ডেভিড ব্লাটনার।

রিয়েল ওয়ার্ল্ড স্ক্যানিং এন্ড হাফটোনিং 2nded

আপনি কি জানেন কেন ডিটিপি'র বেশির ভাগ ছবিই ডার্ক বা ঘোলা দেখায় কেন ? এধরণের আরো অনেক বিষয়ে জানতে পড়ুন। কীভাবে স্ক্যান করলে সর্বোত্তম ইনপুট নেয়া যাবে ? কিংবা পোস্টস্ক্রিপ্ট হাফটোনিং কেন করা হয়ে থাকে ? ইত্যাদি বিষয়ে জানার আগ্রহ থাকলে বইটি পড়তে পারেন। www.rwsh.com

ডেস্কটপ পাবলিশার'স সারভাইভ্যাল কিট

ডিটিপির জন্য চমৎকার একটি বই। গ্রাফিক ফাইল ফরম্যাট, স্ক্যানিং বেসিকস, ফন্ট, ট্রাবলশুটিং ইত্যাদি সব জানতে পারবেন।

■ গাজী লেনিন
ghazilenin@hotmail.com